Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-11-2026 00:11 Page 1

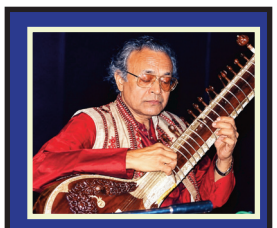
বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৩ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ১০ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২৮ সংখ্যা ।। ৮ পাতা



ফ্যাশনের বালাই নেই! বেবি বাম্প দেখিয়ে সামান্থা বললেন, 'এটাই আমার ম্যাটারনিটি গুট



প্রয়াত সেতারশিল্পী পণ্ডিত মণিলাল নাগ

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫০ শহরের ৪৯টিই ভারতের! তালিকার শীর্ষে নেই দিল্লি



'আমি কেন গেলাম না?', প্রিয়াঙ্কার মুখে রাজীবের মৃত্যুসংবাদ শুনে আর্তনাদ করে ওঠেন সোনিয়া



'সব বাড়ির সামনে পুলিশ রাখা সম্ভব নয়', দূষণ কমাতে অগ্নিমিত্রার 'দাওয়াই' গোলাপ জলের স্প্রে



মমতার ভাইয়ের কালীপুজোয় শুভেন্দু

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম বাবুনের

কলকাতা ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মমতার ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের কালীপুজোয় যান তিনি। সেখানে মায়ের আরতিও করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন বাবুন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দুর উদ্দেশে বাবুন বলেন, দাদা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।পরিকল্পনা ছিলই। সেই মতো মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালীঘাটে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতার ভাই বাবুনের ক্লাবের কালীপুজোয় যান তিনি। গাড়ি থেকে নামতেই মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন বাবুন। তাঁকে মালা



পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রী কালী মাকে পরিয়ে দেন পদ্মের মালা। আরতিও করতে দেখা যায় তাঁকে। সেখান থেকে বেরিয়ে মমতার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যান তিনি। কালীঘাটে মমতার পাড়া হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের আরও বেশ কয়েকটি কালীপুজোয় যান মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তায় তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও করেন।

ধর্ষককে এনকাউন্টারের ঘটনায়

পুলিশি পদক্ষেপকে সমর্থন মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ধর্ষককে এনকাউন্টার করেছি, শুনেই ভাল লাগছে। ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মতো অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের কড়া পদক্ষেপকে সমর্থন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মুখ্য উপদেষ্টা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। একই সঙ্গে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদেরও পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন মিঠুন। পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নারী নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। ধর্ষণের মতো অপরাধকে অতীতে কার্যত উপহাসের বিষয় করে তোলা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপের খবর শুনলে তাঁর ভাল লাগে। পুলিশের এই পদক্ষেপের সমালোচকদের উদ্দেশে মিঠুনের প্রশ্ন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে তাতেই বা আপত্তি কোথায়? তাঁর এই মন্তব্যের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশের কড়া অবস্থানের পক্ষেই সওয়াল করতে চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মুখ্য উপদেষ্টা। মিঠুনের স্পষ্ট বক্তব্য, ধর্ষণের মতো অপরাধকে



কোনও ভাবেই হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে অপরাধের ভয়াবহতা এবং নির্যাতিতার পরিস্থিতির কথাও ভাবা প্রয়োজন। তাঁর মতে, নারী নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা জরুরি। অন্যদিকে সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে নোটিস প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, এটা আইনের বিষয়, এটা নিয়ে আমি মন্তব্য করব না। পুলিশের ব্যাপার, পুলিশ বলবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে যদি ডাকা না যায়, তাহলে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করুন। তৃণমূল বিধায়ক পরেশ রাম দাসের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, এমনি এমনি তো কাউকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করবে না। পুলিশ এমনি এমনি কাউকে গ্রেফতার করে না। সমন থাকবে, নাহলে কোনও এফআইআর থাকবে, তাই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিমাগী নকশাল মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রবীণ নেতা বলেন, মোদিজি বলেছেন যখন তিনি করে দেখবেন। রাহুল গান্ধীর পাল্টা কটাক্ষ প্রসঙ্গে মিঠুনের মন্তব্য, আরে মোদি জির পরে আর কেউ আছে কি? কেউ আছে? ব্যাস তাহলে আর কথা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে মন্তব্যের পাল্টা দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে চরম নিশানা করেন মিঠুন। তাঁর কথায়, আমরা গুন্ডারাজ চালাচ্ছি?? আরে ১৫ বছর ধরে আমরা যা সহ্য করেছি সেটার কী উত্তর দেব আমরা! এই স্বাধীনতা আপনারা আগে কি দেখছেন? ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন বলেই এইসব বলতে হয় এখন! আপনি দেখুন, এখন বলছে কালীঘাট তৃণমূল! সেটা আবার কোনও তৃণমূল? সব শেষ হয়ে গেছে!

মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শুভেন্দু

অভিযোগ, উনি হলফনামায় তথ্য গোপন করেছেন..

কলকাতা ঃ উনি অনেক তথ্য গোপন করেছেন। হলফনামায় তথ্য গোপন করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী হলফনামায় তথ্য গোপন করা যায় না। যে অফিসার সেই হলফনামা পাশ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। মঙ্গলবার এভাবেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, কালীঘাটের ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অসভ্যতামি চলছিল এবং যার দরুন পটুয়াপাড়ার মৃৎশিল্পীরা তাঁদের তৈরি প্রতিমা বিক্রি পর্যন্ত করতে পারছিলেন না। ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওঁরা হয়তো ভেবেছিলেন যে এখনও রাজ্যে আগের রাজত্বটাই চলছে। এতদিন ধরে যেভাবে গুন্ডামি করে এসেছেন, এখনও ঠিক তেমনই চালিয়ে যাবেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের জমানায় এই সমস্ত অরাজকতা আর বরদাস্ত করা হবে না। তিনি আরও যোগ করেন, এখন দুজনেই পাড়ার বাইরে বেরতে পারছেন না। রাজ্যে দুষ্কৃতী ও গুন্ডাদের কোনও ঠাঁই নেই এবং সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে সাফ বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে, ১৩ বছরের পুরনো মামলায় সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে দিল্লি পুলিশের হাজির হওয়া এবং নোটিস দেওয়া প্রসঙ্গেও নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান যে দিল্লি পুলিশের মামলার বিশদ তথ্য তাঁর জানা নেই, তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী হলফনামায় তথ্য গোপন ও লোপাটের গুরুতর অভিযোগ এনেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর গত ৬ মাসে শুভেন্দু অধিকারী ৩ বার বাঁকুড়া সফরে গিয়েছেন। এবার চতুর্থ বারের জন্য ১২ নভেম্বর বাঁকুড়ায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওইদিন রাইপুরের বিরসা মুণ্ডা মেমোরিয়াল কলেজের মাঠে



> উনি অনেক তথ্য গোপন করেছেন। হলফনামায় তথ্য গোপন করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী হলফনামায় তথ্য গোপন করা যায় না। যে অফিসার সেই হলফনামা পাশ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। মঙ্গলবার এভাবেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, কালীঘাটের ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অসভ্যতামি চলছিল এবং যার দরুন পটুয়াপাড়ার মৃৎশিল্পীরা তাঁদের তৈরি প্রতিমা বিক্রি পর্যন্ত করতে পারছিলেন না।

আয়োজিত বাঁধনা পরবে যোগ দেবেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে জঙ্গলমহলের কুড়মি, সাঁওতাল, মুণ্ডারি সহ বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার আয়োজন করা হয়েছে।

আয়োজক কমিটির দাবি নির্দিষ্ট কোনো সংস্কৃতি নয়, জঙ্গলমহলের কুড়মি, সাঁওতাল, মুন্ডা, শবর সহ জঙ্গলমহলের সমগ্র জনজাতির নিজস্ব একটি মিশ্র সংস্কৃতি রয়েছে। ভিন্ন সেই মিশ্র সংস্কৃতির স্বীকৃতি আদায় করতেই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে ওই সংস্কৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর দাবি মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহলের কুটুম(আত্মীয়)। তাই তাঁর সফরকে ঘিরে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের জেরে সাসপেন্ড করা হল এক পুলিশকর্মীকে। সোশাল সাইটে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের জেরে সাসপেন্ড করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের ইনস্পেক্টর ইকলাখ আহমেদকে। পুলিশ সূত্রে খবর, সমাজমাধ্যম এবং কিছু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সরকার বিরোধী এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে। তারজন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের ওই ইন্সপেক্টরকে।

সাসপেন্ডেড পুলিশকর্মী ইকলাখ আহমেদ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আউটপোস্টে ইন-চার্জের দায়িত্বে ছিলেন।

গতকালই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সমাজমাধ্যমে তাঁর যে মন্তব্য ছিল, সেই মন্তব্যে তিনি সার্ভিস রুল ভেঙেছেন। তারজন্যই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-11-2026 00:11 Page 2

বিজ্ঞানের দীপশিখা

গ্রীনল্যান্ড এ্যাকাডেমি ও সিভি রমন সাইন্স ইনস্টিটিউট

আধুনিক যুগে শিক্ষা মানে কেবল বইয়ের পাতা মুখস্থ করা নয়,শিক্ষা হলো চিন্তাশক্তির বিকাশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং জীবনের আসল লক্ষ্যকে খুঁজে নেওয়া।

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা

আধুনিক যুগে শিক্ষা মানে কেবল বইয়ের পাতা মুখস্থ করা নয়,শিক্ষা হলো চিন্তাশক্তির বিকাশ,বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং জীবনের আসল লক্ষ্যকে খুঁজে নেওয়া। এই আদর্শকে সম্বল করে ২০১৪ সালে এক নতুন সূর্যোদয় দেখেছিল কালিয়াচকের শাহাবাজপুর গ্রামীণ এলাকার এক শিক্ষাঙ্গন।প্রতিষ্ঠাতা আজকারুল ইসলামের আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি এবং দূরদর্শী পরিকল্পনায় পথ চলা শুরু হয় গ্রীনল্যান্ড এ্যাকাডেমির।মাত্র ২৫০ জন শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে যে প্রদীপটি প্রজ্বলিত হয়েছিল আজ তা ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীর জীবনে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে এক বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

স্বপ্নের সূচনা ও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর

যে কোনো মহৎ কাজের পেছনে থাকে একটি সাহসী ভাবনা। ২০১৪ সালে শিক্ষার সঠিক পরিবেশ ও গুণগত মানের অভাব দূর করতে আজকারুল ইসলাম একটি মিশন শুরু করেছিলেন। গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকার সন্তানদের আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। তৃণমূল পর্যায় থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এখানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ) পর্যন্ত পঠনপাঠনের সুব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজ, প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় করে তোলাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অঙ্গীকার।

বর্তমান শিক্ষার্থী ও আবাসন পরিকাঠামো

প্রতিষ্ঠার পর থেকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি এই ইনস্টিটিউটকে। শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ও অভিভাবকদের আস্থার ওপর ভর করে বর্তমানে এখানে পড়াশোনা করছে ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী।

পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে দুটি ভাগে সাজানো হয়েছে

আবাসিক শাখা ঃ দূর-দূরান্ত থেকে আসা ২৫০ জন শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে থেকে নিয়মিত অনুশাসন ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্যে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়।

অনাবাসিক শাখা ঃ স্থানীয় ২৫০ জন শিক্ষার্থী প্রতিদিন এসে এখানে মানসম্মত পাঠ গ্রহণ করে।এই দুই ধরনের ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দূরের শিক্ষার্থীরাও প্রতিষ্ঠানটির সুবিধা উপভোগ করতে পারছে।

দক্ষ শিক্ষক ও স্নেহশীল শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

একটি ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি হলো তার শিক্ষকসমাজ। গ্রীনল্যান্ড এ্যাকাডেমি ও সিভি রমন সাইন্স ইনস্টিটিউটে রয়েছে ৪০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাকর্মী।এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী শুধু শ্রেণীকক্ষেই শিক্ষাদান করেন না বরং আবাসিক ও অনাবাসিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যা, দুর্বলতা ও মানসিকভাবে পাশে দাঁড়াতে সদা প্রস্তুত থাকেন।নিয়মিত গাইডেন্স ও মেন্টরিংয়ের মাধ্যমে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়।

বিশেষ গুরুত্ব ঃবিজ্ঞান ও ইংরেজি চর্চা

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে বিজ্ঞান ও ইংরেজি এই দুটি বিষয়ের ওপর দখল থাকা অত্যন্ত জরুরি।এই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে প্রতিষ্ঠানটিতে বিজ্ঞান এবং ইংরেজি বিভাগের ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়। আধুনিক বিজ্ঞান পাঠরসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ও গণিতের কঠিন তত্ত্বগুলোকে সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়। ইংরেজি দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষার্থীদের স্পোকেন ও রাইটিং ইংরেজিতে পারদর্শী করে তুলতে নিয়মিত চর্চাসত্র পরিচালিত হয় যাতে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তারা পিছিয়ে না পড়ে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা ঃ মেধাবী ও দুঃস্থদের পাশে

শিক্ষাকে কখনো ব্যবসার চশমায় দেখে না এই প্রতিষ্ঠান। অর্থাভাব যেন কোনো সম্ভাবনাময় জীবনের সামনে প্রাচীর হয়ে না দাঁড়ায় সে ব্যাপারে গ্রীনল্যান্ড এ্যাকাডেমি সর্বদা সচেতন।

তাই দুঃস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা। যেসব শিক্ষার্থী প্রতিভাবান কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে এগোতে পারছে না, তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগ সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুদক্ষ পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক অবনীন্দ্রনাথ মন্ডলশিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা এবং অনুশাসন বজায় রাখার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করছেন প্রধান শিক্ষক অবনীন্দ্রনাথ মন্ডল। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতা এবং কঠোর কিন্তু ভালোবাসায় ভরা পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতির নতুন শিখরে পৌঁছাচ্ছে।

শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিখুঁতভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

সংস্কৃতির মেলাবন্ধন ও মনীষী স্মরণ

পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারাবছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

১. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়।

২. মনীষীদের জন্মদিন পালন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ড. এ.পি.জে. আবদুল কালাম এবং নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্যার সি.ভি. রমনের জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হয়, যাতে মনীষীদের জীবন আদর্শ পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করে।

৩. বিদায় সংবর্ধনাদশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় প্রতি বছর আয়োজন করা হয় এক আবেগঘন বিদায় সংবর্ধনা সভা।

সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

যে গাছের যত্ন ভালো হয়, তার ফলও মিষ্টি হয়।গ্রীনল্যান্ড এ্যাকাডেমি ও সিভি রমন সাইন্স ইনস্টিটিউটের কঠোর পরিশ্রমের প্রমাণ মিলছে তাদের প্রাক্তনীদের সাফল্য দেখে।এখানকার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে উচ্চশিক্ষার জগতে নিজেদের নাম উজ্জ্বল করছে। সম্প্রতি এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে ১ জন শিক্ষার্থী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েছে এবং একাধিক শিক্ষার্থী জিএনএম ও এএনএম নার্সিং কোর্সে নির্বাচিত হয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হওয়ার পথে এগিয়ে গেছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও পথচলা

২০১৪ সালে আজকারুল ইসলামের হাত ধরে যে ছোট চারাগাছটি রোপিত হয়েছিল আজ তা ফুলে-ফলে সুশোভিত।গ্রীনল্যান্ড এ্যাকাডেমি ও সিভি রমন সাইন্স ইনস্টিটিউট প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সদিচ্ছা ও সঠিক পথপ্রদর্শন থাকলে গ্রাম বা মফস্বল থেকেও মেধার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।ভবিষ্যতেও এই প্রতিষ্ঠানটি আরও নতুন নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় নিজেদের পঠনপাঠন ব্যবস্থাকে আধুনিক করবে এবং অঞ্চলের শত শত শিক্ষার্থীর স্বপ্নের ডানা মেলতে সাহায্য করবে-এমনটাই প্রত্যাশা সকলের।











Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-11-2026 00:11 Page 3

বৃষ্টিতেই বদলাচ্ছে আবহাওয়া, বাংলায় দ্রুত জাঁকিয়ে বসবে শীত !

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা। উত্তর ভারতে ইতিমধ্যেই কড়া নাড়ছে শীত। দিল্লি সহ সমগ্র উত্তর ভারতে শীতের মেজাজ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে; সকাল ও সন্ধ্যার দিকে বাড়ছে ঠান্ডা এবং কোথাও কোথাও দেখা মিলছে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার। অন্যদিকে, দীপাবলি কাটতেই পশ্চিমবঙ্গে আবহাওয়ার মেজাজে এক মিশ্র ভাব দেখা যাচ্ছে। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশের পাশাপাশি হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। মহানগরীর একাধিক এলাকায় বৃষ্টির দেখা মিলেছে, যার হাত ধরেই রাজ্যে শীতের আগমন ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। গ্রামীণ বাংলায় ইতিমধ্যেই 'গোলাপী ঠান্ডা' বা হালকা শীতের পরশ পেতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ, যা শীতপ্রেমীদের মনে খুশির হাওয়া এনে দিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় স্থানীয়ভাবে হালকা থেকে মাঝারি



বৃষ্টি হতে পারে। তবে রাজ্যের কোনো জেলার জন্যই বড় ধরনের আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়নি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় দু-এক জায়গায় হালকা ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বেশ কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের মূল্যায়ন অনুযায়ী, আগামী দুই দিন রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ কোনো বড় পরিবর্তন হবে না। তবে আগামী ১৩ নভেম্বরের পর থেকে আকাশ মেঘমুক্ত হতে শুরু করবে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। এর ফলে রাজ্যজুড়ে ধীরে ধীরে শীতের অনুভূতি আরও জোরালো হবে।

'কালীপুজোয় যথেষ্ট কম বাজি ফেটেছে', ফের চর্চায় বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী

কলকাতা। গতদিনই 'শব্দবাজিতে রোগ সারে' বলে মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করেন টালিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী । শব্দবাজি কি কম ফেটেছে? এই প্রশ্নে তিনিই সোমবার দাবি করলেন, তটালিগঞ্জে শব্দবাজি একেবারেই কম। গান কম বেজেছে। বাংলা গান সবাই শুনছে। শব্দবাজিতে পোষ্যদের কোনও অসুবিধা হয়নি দাবি করে তিনি বলেন, কালীপুজোয় এবার যথেষ্ট কম বাজি ফেটেছে। আমার বাড়ির পোষ্যরা যেমন ঘুরে বেড়ায় তেমন ঘুরেছে। ওরা লুকিয়ে ঢুকে পড়েনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আঝে বাজি ফাটানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।



কালীপুজোয় বাজি ফাটবে না। কেউ কেউ চেষ্টা করেছিল বন্ধ করার। সেই সব এখন চলবে না। বাজি ফাটালে অসুখ-বিসুখ সেরে যায় বলে তাঁর মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সে প্রসঙ্গে এদিন তাঁর বক্তব্য, এটা আলোর পুজো। দীপের পুজো। আমি কোনও কথা বললে, টিআরপি বেড়ে যায়। আমি কাশলে, হাঁচলেও সেকু-মাকুরা ধরে নেবে। দীপ জ্বাললে সামাজিক অপদেবতা চলে যায়। সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টলিগঞ্জের বিধায়ক বলেন, আগে বড়রা বলতেন এগুলো হয়।

আসলে এটা প্রদীপের উৎসব। প্রদীপ জ্বালালে সমাজের অন্ধকার দূর হয়। যজ্ঞ হলে, প্রদীপ জ্বালানো হলে অনেক খারাপ কিছু চলে যায়। তবে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নেন পাপিয়া। তাঁর কথায়, তএখন বাজির যুগ। বিজ্ঞান এত এগিয়ে গিয়েছে যে, এই কথাগুলো আর ঠিক নয়। আমার কথায় আঘাত লাগলে ক্ষমা চাইছি। আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। বিধায়কের হুঁশিয়ারি, অ্যান্টি বিজেপি কথা বললেই এবার আমরা ধরব। প্রসঙ্গত, কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় বিকট শব্দবাজি ফাটার অভিযোগ উঠেছে কালীপুজোর রাতে। কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছেন অনেকে। শহরে বাতাসে দূষণের পরিমাণ বেড়েছে বলেও মত পরিবেশবিদদের মধ্যে।

সেনা আধিকারিকের নাবালিকা মেয়েকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেফতার জওয়ান

কলকাতা। হেস্টিংস থানা এলাকার একটি সেনা আবাসন চত্বরে এক সেনা আধিকারিকের নাবালিকা মেয়েকে অশালীন আচরণ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক সেনা জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার মায়ের দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৫ নভেম্বর এই ঘটনা ঘটে। ওই দিন সেনা আধিকারিকের মেয়ে আবাসন চত্বরের একটি পার্কে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল।

সেই সময় সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অভিযুক্ত জওয়ান শিশুটির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করে বলে অভিযোগ। শিশুটি প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত তাকে জোর করে তুলে নিয়ে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় শিশুটির ঠোঁটে গুরুতর আঘাত লাগে। শিশুটি চিৎকার করে সাহায্য চাইলে অভিযুক্ত তাকে ছেড়ে দেয়। তার চিৎকার শুনে পার্কে উপস্থিত অন্য নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে



পৌঁছন। পরে শিশুটি তাঁদের কাছে পুরো ঘটনা জানায় এবং মাকেও বিষয়টি জানায়। এরপরই হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আবাসন চত্বরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনার সময় পার্কে দায়িত্বে থাকা অন্যান্য নিরাপত্তাকর্মীদের বক্তব্যও নথিভুক্ত করা হয়েছে। নির্যাতিতার এসএসকেএম হাসপাতালে প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার সময় তার পরনে থাকা পোশাক ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত জওয়ানকে কলকাতার একটি আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত চলছে।

অভিষেকের ব্যক্তিগত সহকারীর ভুয়ো এনকাউন্টারের আশঙ্কা,

আদালতের দ্বারস্থ স্ত্রী

কলকাতা। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) সুমিত রায়ের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাঁকে ভুয়ো এনকাউন্টারে হত্যা করা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁর স্ত্রী সুস্মিতা রায়। এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে স্বামীর নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে মামলাটি নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। সুমিতের স্ত্রীর দায়ের করা আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁর স্বামীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে নগদ টাকা উদ্ধারের একটি সাজানো কাহিনি তৈরি করা হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সন্দেহজনক বা মালিকানাহীন ওই বিপুল পরিমাণ টাকার সঙ্গে জোর করে সুমিতের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ ওই টাকার সঙ্গে তাঁর স্বামীর কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করা হয়েছে আবেদনে।উল্লেখ্য, গত



বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে ১ কোটি ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছিল।

সেই সময় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক মজুমদার দাবি করেছিলেন, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহকারী সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদের পরই এই বিপুল পরিমাণ টাকার সন্ধান পাওয়া যায় ।অন্যদিকে, পুলিশের এই সমস্ত দাবি সম্পূর্ণভাবে খারিজ করেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, গোটা ঘটনার পিছনে পুলিশ প্রশাসনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে। তাঁর দাবি, সুমিত রায়কে পুলিশি হেফাজত কিংবা এনকাউন্টারের নামে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে স্বামীর প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সুস্মিতা। আগামী মঙ্গলবার নিয়মিত বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। সেই শুনানির দিকেই এখন নজর রয়েছে রাজনৈতিক ও আইনি মহলের।

ইনস্পেক্টর একলাখ আহমেদকে সাসপেন্ড করল লালবাজার

কলকাতা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে 'আপত্তিকর' মন্তব্য। সাসপেন্ড করা হল কলকাতা পুলিশের ইনসপেক্টর একলাখ আহমেদকে। সোমবার সকালে এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ কমিশনারের তরফে ওই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, একজন সরকারি কর্মী হয়ে যেভাবে সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে তাঁর তদন্ত রাজ্য করবে। একইসঙ্গে সাসপেন্ড থাকাকালীন ওই অফিসারের অর্ধেক বেতনও কাটা হবে বলেও জানানো হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত কলকাতা পুলিশের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি আলোচনাকে কেন্দ্র করে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-11-2026 00:11 Page 4

সম্পাদকীয়

১০ নভেম্বর ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

রিলসের নেশায় রক্তাক্ত দীপাবলি

উৎসবের আনন্দ,আলোর রোশনাই আর আতশবাজির ঝলকানিতে দীপাবলির রাত রঙিন হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু সেই আনন্দই যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েক সেকেন্ডের জনপ্রিয়তা পাওয়ার নেশায় বিপজ্জনক উন্মাদনায় পরিণত হয়, তখন তার পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তারই মর্মান্তিক উদাহরণ তামিলনাড়ুর থেনি জেলার ঘটনা। রাস্তা আটকে শব্দবাজি ফাটিয়ে রিলস তৈরির প্রতিবাদ করেছিলেন কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিক। আর সেই প্রতিবাদের মূল্য তাঁকে দিতে হল নিজের জীবন দিয়ে! মদ্যপ যুবকদের বেপরোয়া হামলায় প্রাণ হারালেন স্পেশাল সাব-ইনস্পেক্টর সেন্থিল কুমার। আরও উদ্বেগের বিষয়, আইন রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন পুলিশ আধিকারিককেই প্রকাশ্য রাস্তায় একদল যুবকের হাতে গণপিটুনির শিকার হতে হল।ঘটনায় ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

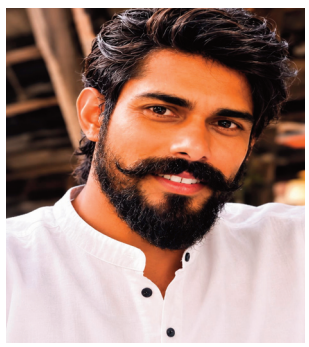
ঘটনাটি শুধু একজন পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর খবর নয়, বরং বর্তমান সমাজের এক ভয়ংকর মানসিকতার প্রতিচ্ছবি।যেখানে কয়েকটি লাইক, কিছু ভিউ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সাময়িক জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য মানুষ নিজের নিরাপত্তা, অন্যের অধিকার, এমনকী আইনের সীমারেখাকেও উপেক্ষা করতে পিছপা হচ্ছে না।ভার্চুয়াল দুনিয়ায় নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা ক্রমশ বাস্তব জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, দীপাবলির রাতে থেনি জেলার সমর্থপুরম এলাকায় একদল যুবক রাস্তা আটকে শব্দবাজি ফাটাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, সেই দৃশ্য মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস তৈরির আয়োজনও চলছিল। উৎসবের নামে রাস্তা দখল করে এমন বেপরোয়া আচরণে সাধারণ মানুষের যাতায়াত যেমন ব্যাহত হচ্ছিল, তেমনই শব্দদূষণ ও দুর্ঘটনার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্পেশাল সাব-ইনস্পেক্টর সেন্থিল কুমার। তিনি যুবকদের রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে এবং বাজি ফাটানো বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু আইন মেনে চলার সেই নির্দেশকেই কার্যত চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয় অভিযুক্তরা।অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় থাকা যুবকদের সঙ্গে পুলিশের প্রথমে বচসা শুরু হয়। এরপর পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। একজোট হয়ে সেন্থিল কুমারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিযুক্তরা। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ, যিনি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিজের দায়িত্ব পালন করছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই প্রাণ হারাতে হল তাঁকে।এই ঘটনা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। প্রথমত, উৎসবের নামে প্রকাশ্য রাস্তায় এমন বিশৃঙ্খলা তৈরির সাহস কোথা থেকে আসে? দ্বিতীয়ত, পুলিশের সামনেই যদি একদল যুবক আইন হাতে তুলে নিয়ে একজন কর্তব্যরত আধিকারিককে পিটিয়ে হত্যা করতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত? আর তৃতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা অর্জনের নেশা কি ক্রমশ মানুষের বিবেক, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক মূল্যবোধকে গ্রাস করছে?রিলস তৈরি করা অপরাধ নয়। নিজের আনন্দের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই রয়েছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার অর্থ কখনও অন্যের অসুবিধার কারণ হয়ে ওঠা নয়।

মাটির খেলনা ও গ্রামীণ শৈশব

নস্টালজিয়ার মোড়কে এক হারানো সোনালী দিন

দেবরাজ মাহাতো





সময় এক প্রবহমান নদী। তার স্রোতে ভেসে যায় কত শত যুগ, বদলে যায় জীবনযাত্রার মান, পাল্টে যায় মানুষের রুচি ও বিনোদনের মাধ্যম। কিন্তু কিছু গন্ধ, কিছু স্পর্শ আর কিছু অনুভূতি চিরকাল অমলিন থেকে যায়। তেমনি এক চিরন্তন অনুভূতির নাম;গ্রামবাংলার মাটির খেলনা। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগের গ্রামীণ সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আজকের মতো প্লাস্টিকের চকচকে রোবট বা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি তখন ছিল দূরের আকাশ কুসুম। তখন শিশুদের বিনোদনের একমাত্র এবং প্রধান সঙ্গী ছিল কুমোরপাড়ার চাকার তৈরি সেই গন্ধমাখা মাটির খেলনা।

বিশেষ করে কালীপুজো বা বাঁদনা পরবের মরশুম এলেই গ্রামীণ হাট-বাজার বা শহরের রাস্তার ধার সেজে উঠত রঙবেরঙের মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কড়াই আর থালা-বাটির পসরায়। আধুনিকতার প্রবল পরাক্রম এবং হাতে হাতে স্মার্টফোনের যুগেও যে সেই শিকড় ছাঁটা যায়নি, তার প্রমাণ মেলে আজও পুরুলিয়ার মতো জঙ্গলমহলের বিভিন্ন শহরের অলিগলিতে বা গ্রামীণ হাটে। গ্রামাঞ্চলে কালীপুজো বা বিশেষ করে বাঁদনা পরব হলো আনন্দের এক মহা সমারোহ। এটি মূলত কার্তিক অমাবস্যায় কৃষিজীবী মানুষের উৎসব, যেখানে গবাদি পশুকে পুজো করা হয় এবং নতুন ধানের আগমনে চারপাশ মুখরিত থাকে। এই পরবগুলিকে কেন্দ্র করেই চলে মৃৎশিল্পীদের বছরের অন্যতম বড় প্রস্তুতি। কালীপুজো বা বাঁদনার ৪-৫ মাস আগে থেকেই কুমোর পাড়ায় শুরু হয়ে যায় কর্মযজ্ঞ। প্রদীপের পাশাপাশি শিল্পীরা পরম যত্নে তৈরি করেন মাটির তৈরি বিভিন্ন ছোট ছোট বাসন ও খেলনা। এই পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। প্রথমে পলিমাটি বা এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে তা ভালো করে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এরপর হাতের চাকা ঘুরিয়ে বা ছাঁচে ফেলে বা হাতের জাদুতে তৈরি হয় ছোট ছোট হাড়ি, কড়াই, উনুন, হাতা, বাটি এবং নানা ধরনের পুতুল। তৈরি হওয়ার পর সেই কাঁচা খেলনাগুলি প্রথমে রোদে শুকানো হয়। রোদ খাইয়ে শক্ত করার পর সেগুলি পোড়ানো হয় বিশেষ চুল্লিতে। আগুনে পোড়ানোর পর মাটির তৈরি সেই খেলনাগুলি লাভ করে এক অপূর্ব স্থায়িত্ব ও পোড়ামাটির স্বাভাবিক লালচে রঙ। কিন্তু শিশুদের মন জয় করতে তো শুধু লালামাটি হলে চলে না! তাই এর পরের ধাপে চলে রঙের আল্পনা। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ;নানা উজ্জ্বল রঙে তুলির টানে সেজে ওঠে সেই খেলনাগুলি। শিল্পীর হাতের নিখুঁত ছোঁয়ায় প্রাণ পায় মৃত্তিকা। আজ থেকে দুই বা আড়াই দশক আগের গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। তখন আজকের মতো মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের প্রাচুর্য গ্রামীণ পরিবারগুলিতে ছিল না। অধিকাংশ পরিবারই ছিল দরিদ্র কৃষক বা নিম্নবিত্ত খেতমজুরের। ঘরে দু'বেলা অন্ন জোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হতো অভিভাবকদের। সেই সময় কালীপুজোর প্রাক্কালে গ্রামীণ বাবা-মায়েরা যখন হাটে বা শহরে যেতেন;সঙ্গে নিয়ে যেতেন পাটকাঠি, খড়, বা বাড়ির আঙিনায় ফলানো শাকসবজি। সেই সামান্য কৃষিপণ্য বা বনজ সম্পদ বিক্রি করে যে সামান্য উপার্জন হতো, সেখান থেকে পয়সা বাঁচাতেন তারা। উৎসবের দিনে সেই টাকায় নিজের ছেলেমেয়ের জন্য বছরে অন্তত একবার কিনে আনতেন এক সেট মাটির খেলনা।

আজকের দিনে হাজার টাকার দামি খেলনা পেলেও আজকের শিশুরা হয়তো ততটা উল্লাস প্রকাশ করে না, কিন্তু সেইদিন বাবা-মায়ের হাত ধরে সেই সামান্য মাটির খেলনা হাতে পেয়ে ছোট ছোট শিশুদের মুখে যে হাসি ফুটত, তা ছিল অমূল্য। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারগুলির কাছেও সেই খেলনার মূল্য ছিল পৃথিবীর যেকোনো দামি উপঢৌকের চেয়েও অনেক বেশি। সেই রঙচঙে খেলনাগুলি বুকে চেপে ধরে শিশুরা আত্মহারা হয়ে যেত। সেই যুগে শিশুদের খেলাধুলার উপকরণ ছিল প্রকৃতিপ্রদত্ত এবং সহজলভ্য। মাটির সেই পুতুল আর হাড়ি-কড়াই পেয়ে গেলে শিশুরা মেতে উঠত এক অদ্ভুত কাল্পনিক খেলায়। ছোট ছোট মাটির হাড়ি, কড়াই, উনুন আর হাতা নিয়ে পাড়ার কোনো গাছের তলায় বা উঠানের কোণে শুরু হয়ে যেত ছোট্ট রান্নার আসর। বাস্তবে চাল বা ডাল না থাকলেও প্রকৃতির নানা উপাদানই হয়ে উঠত তাদের রান্নার উপকরণ। মাটি, বালি, ছোট ছোট নুড়ি পাথর, গাছের পাতা, ঘাসফুল কিংবা কাঁচা আমড়া থেঁতলে তৈরি হতো তাদের লোভনীয় সব কাল্পনিক মেনু। সেই উনুনে শুকনো পাতা গুঁজে ফুঁ দিয়ে রান্না করার ভান করা আর সহপাঠীদের সেই খাবার পরিবেশন করার আনন্দই ছিল আলাদা। মাটির পুতুলগুলি ছিল তাদের বন্ধু। সেই পুতুলগুলোকে সাজিয়ে, তাদের পুতুল বিয়ে দেওয়া, আত্মীয়স্বজন সাজিয়ে ঘরকন্নার অভিনয় করার মাধ্যমে শিশুরা সামাজিক সম্পর্কগুলোর প্রথম পাঠ পেত। এই সমস্ত খেলাধুলায় শুধু বিনোদন ছিল না, ছিল পারস্পরিক মেলবন্ধন, সামাজিকীকরণের প্রথম পাঠ এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক নিবিড় সখ্য। কোনো কৃত্রিমতা ছাড়াই সহজ-সরল আনন্দে কেটে যেত তাদের শৈশব। মহাকালের পরিবর্তনে আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আধুনিকতার ছোঁয়া আজ গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে গেছে। ঘরের চারিপাশে পাকা বাড়ি, পিচ রাস্তা এবং সবচেয়ে বড় কথা;কমবয়সী শিশুদের হাতেও পৌঁছে গেছে অ্যানড্রয়েড মোবাইল ফোন। আজকের শিশুরা আর মাটির পুতুল নিয়ে খেলে না, কিংবা বিকেলে দল বেঁধে মাঠেও ছুটে যায় না হাডুডু বা লুকোচুরি খেলতে। তাদের শৈশব আজ বন্দি হয়ে পড়েছে ৫ ইঞ্চি বা ৬ ইঞ্চির স্ক্রিনের মধ্যে। অনলাইন গেম, কার্টুন আর রিলসের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে তারা। কায়িক পরিশ্রম বা প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠার সুযোগ আজ প্রায় হারিয়ে গেছে বললেই চলে। ফলস্বরূপ, শিশুরা ফিজিক্যালি যেমন অলস হয়ে পড়ছে, তেমনই মানসিকভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সমাজ ও প্রকৃতি থেকে। এত কিছুর পরেও কিন্তু মাটির খেলনার ঐতিহ্য পুরোপুরি ফুরিয়ে যায়নি। ঐতিহ্য সহজে মরতে জানে না। আজও কিছু মানুষ সেই পুরনো নস্টালজিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। কালীপুজো বা বাঁদনা পরব এলেই পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট, পুরোনো বাজার কিংবা মোড়ে মোড়ে এখনও যখন কুমোররা মাটির খেলনার পসরা সাজিয়ে বসেন, তখন এক অন্যরকম দৃশ্যের অবতারণা হয়। কর্মব্যস্ত শহুরে মানুষ বা গ্রামের প্রবীণরা যখন সেই রঙিন খেলনাগুলির সামনে এসে দাঁড়ান, তখন তাদের চোখেমুখে খেলে যায় হারানো শৈশবের ছায়া। আজকের অনেক অভিভাবকই নিজেদের ব্যস্ত জীবনে একটু সময় বের করে, বা শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তাদের সন্তান বা নাতি-নাতনিদের জন্য কিনে নেন সেই মাটির হাঁড়ি-কড়াই বা পুতুল। তারা চান, তাদের সন্তানরাও যেন অন্তত কিছুটা হলেও চেনে সেই শিকড়কে, যে মাটি থেকে তাদের উৎপত্তি। আধুনিক প্লাস্টিকের খেলনার ভিড়ে আজও এই মাটির খেলনাগুলি যেন ঐতিহ্যের এক একটা জীবন্ত দলিল। সময় বদলাচ্ছে, জীবনযাত্রার ধরন পাল্টাচ্ছে, প্রযুক্তি আমাদের অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে;এ কথা সত্য। কিন্তু প্রযুক্তির উৎকর্ষতা যতই বাড়ুক না কেন, মাটির সোঁদা গন্ধমাখা শৈশব আর মাটির খেলনার সেই নস্টালজিক আবেদনকে কোনো আধুনিক গজে মাপা যায় না। আজও যখন পুরুলিয়ার কোনো গ্রামীণ হাটে বা শহরের কোণে রোদে শুকোতে দেওয়া লালচে মাটির পুতুল বা রঙবেরঙের হাঁড়ি-কড়াই দেখা যায়, তখন মনে হয় আমাদের শিকড়টি এখনও জীবিত আছে। এই নস্টালজিয়া কেবল একটি বস্তুগত খেলনা নয়, এটি আমাদের ফেলে আসা নির্মল শৈশব, মাটির সঙ্গে মানুষের আত্মার সংযোগ এবং আবহমান বাংলার চিরন্তন সংস্কৃতির এক অপূর্ব প্রতিচ্ছবি। এই ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা মানে আমাদের শৈশবকে বাঁচিয়ে রাখা, আমাদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-11-2026 00:12 Page 5

স্টেট ইংরেজি অলিম্পিয়াডে সেরা মালদা পাবলিক স্কুল

টিনা প্রামাণিক, নয়া জামানা, কালিয়াচক ঃ মালদা পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আবারও নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রাখল রাজ্য স্তরে। সম্প্রতি প্রকাশিত স্টেট ইংরেজি অলিম্পিয়াডের ফলাফলে স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাক লাগিয়ে দেওয়া সাফল্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে তারা স্কুল তথা পুরো জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে। এই প্রতিযোগিতায় স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সিফা ইসলাম, চতুর্থ শ্রেণীর স্বর্ণদীপ দাস এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী মিমি ঘোষ স্ব স্ব বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে সেরার মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অপর ছাত্রী রিভানাজ পারভীন রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। অন্যদিকে, সৌনাক মন্ডল ও সৌমিক মন্ডল দুর্দান্ত প্রদর্শন করে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। খুদে পড়ুয়াদের এই ফলাফলে শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবক মহলেও আনন্দের জোয়ার বইছে। স্কুলের এই









গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধান শিক্ষক সুকান্ত সরকার। তিনি জানান, 'আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বরাবরই পড়াশোনা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নিজেদের সেরাটা দিয়ে আসছে। এই সাফল্য একদিনের পরিশ্রমে আসে না, এর পেছনে রয়েছে পড়ুয়াদের কঠোর অধ্যাবসায়, অভিভাবকদের অবিরাম সহযোগিতা এবং আমাদের শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ পাঠদান। আমরা আনন্দিত যে আমাদের স্কুলের এই কৃতি শিক্ষার্থীরা আজ রাজ্য স্তরে নিজেদের মেধার প্রমাণ দিয়েছে। তাদের এই অর্জন ভবিষ্যতের অন্যান্য পড়ুয়াদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমরা সকল বিজয়ী ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদের আগামী দিনের পথচলা আরও উজ্জ্বল হোক এই কামনা করি।'শিক্ষকদের মতে, এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ছোট থেকেই শিশুদের ইংরেজি ভাষার ওপর দখল বাড়াতে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পড়ুয়াদের এমন নজরকাড়া সাফল্যে গোটা স্কুল চত্বরে এখন উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।

আব্দুলঘাটা কাণ্ডে এনকাউন্টারের বৈজ্ঞানিক তদন্ত শুরু



নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জের আব্দুলঘাটা কাণ্ডে নাবালিকার মৃত্যু এবং অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নামল ফরেনসিক দল। মঙ্গলবার রায়গঞ্জে পৌঁছে বিশেষজ্ঞরা রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং এনকাউন্টারের ঘটনাস্থল পাড়ারপুকুর এলাকা পরিদর্শন করেন। হাসপাতাল ও অকুস্থল থেকে গুলির চিহ্ন সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর কুলিক ফরেস্ট থেকে নিখোঁজ নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। রবিবার কালীপুজোর রাতে পাড়ারপুকুর এলাকায় পুলিশ অভিযান চালালে অভিযুক্ত গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশের পালটা গুলিতে সে মারাত্মক আহত হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি এবং পুলিশের অভিযানের সপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ জুটাতেই এই পরিদর্শন। সংগৃহীত নমুনাগুলির ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই এখন আব্দুলঘাটা কাণ্ডের পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে ভুটান সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়াতে তৈরি নতুন পুলিশ আউটপোস্ট

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ ভুটান সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপ নিল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ প্রশাসন। আগামী ১৮ নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্ধারিত জেলা সফরের ঠিক আগেই আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচটি নতুন পুলিশ আউটপোস্টের উদ্বোধন করা হলো। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত অঞ্চলের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম দমন করতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের লঙ্কাপাড়া, কালচিনি ব্লকের ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন পাশাখা ও চুয়াপাড়া, কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ এবং শামুকতলা থানার অন্তর্গত হাতিপোতায় এই নতুন আউটপোস্টগুলি চালু করা হয়েছে। এই প্রতিটি এলাকাতেই অতীতে নানা ধরনের চোরাচালান ও সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা লক্ষ্য করা যেত। এদিকন এই নতুন আউটপোস্টগুলির উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা।



এছাড়াও উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশ কুমার জৈন, ডিআইজি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপারসহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা উপস্থিত থেকে পুরো প্রক্রিয়াটির তদারকি করেন। প্রশাসনিক মহলের ধারণা, এই প্রত্যন্ত ও স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকাগুলিতে নতুন পুলিশ আউটপোস্টগুলি চালু হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা অনেক সহজ হবে। পাশাপাশি, সীমান্ত পারাপারের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন বেআইনি চোরাচালান রোধে পুলিশ এখন আরও দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রাক্কালে এই পদক্ষেপ জেলার সার্বিক সুরক্ষাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-11-2026 00:12 Page 6

গঙ্গা ভাঙন স্থায়ীভাবে রুখতে মধ্যখাতে ড্রেজিংয়ের দাবি, পরিদর্শনে বাংলা-বিহারের যৌথ সংগঠন

নয়া জামানা, মালদা ঃ গঙ্গার তীব্র ভাঙন রুখতে এবার নদীর মধ্যখাতে ড্রেজিং করে গভীরতা বাড়ানোর বৈজ্ঞানিক দাবি তুলল বাংলা ও বিহারের দুই ভাঙন বিরোধী সংগঠন। গঙ্গার পূর্ব দিকে সরে আসা এবং পঞ্চানন্দপুর থেকে গোপালপুর-কামালদিপুর পর্যন্ত নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির বিপদ খতিয়ে দেখতে সোমবার ২০ কিলোমিটার এলাকা গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে পরিদর্শন করেন প্রতিনিধিরা। বিহারের 'গঙ্গা মুক্তি আন্দোলন' ও মালদার 'গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি'র যৌথ উদ্যোগে এই পরিদর্শন চালানো হয়। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, বাঁশ ও পাথর দিয়ে সেচ দপ্তরের করা অস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা



ভাঙন রোধে ব্যর্থ। ভূতনি থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত গঙ্গার মূল প্রবাহ বা মিডল স্ট্রিমে ড্রেজিং করে গভীরতা বাড়াতে হবে এবং উত্তোলিত পলি জিও টিউবে ভরে পূর্ব প্রান্তে ফেলতে হবে। গঙ্গার প্রবাহ থাকা রাজ্যগুলিকে এক ছাতার তলায় এনে স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক সমাধানের দাবি জানিয়ে মালদার জেলা শাসক ও ফারাক্কার জেনারেল ম্যানেজারের কাছে যৌথ প্রস্তাব পেশ করতে চলেছে দুই সংগঠন।

বেলিয়াবেড়ায় কালীপুজোয় সাধারণ মানুষের মাঝে পুলিশ সুপার, নিজ হাতে খাবার পরিবেশন

নয়া জামানা,ঝাড়গ্রামঃ কালীপুজোর উৎসবে মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়ল বেলিয়াবেড়া থানা। উৎসবের আনন্দকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ঝাড়গ্রাম।

জেলা পুলিশের উদ্যোগে বেলিয়াবেড়া কে সি এম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা এবং রাজ্যের মন্ত্রী অমিয় কিস্কু নিজেদের হাতে প্রায় ছয় হাজার গ্রামবাসীর পাতে খিচুড়ি, সবজি, চাটনি, পায়েস ও পাপড় সহযোগে প্রসাদ তুলে দেন। প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের এমন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে দেখে বেজায় খুশি হন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু খাদ্য পরিবেশনই নয়, এলাকার আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের



মুখে হাসি ফোটাতে এদিন বেলিয়াবেড়া থানার পক্ষ থেকে ১০০ জন মহিলার হাতে নতুন শাড়ি এবং থানাসঞ্চালিত দিশা কোচিং সেন্টারের ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ সেন, ডিএসপি সমীর অধিকারী, বিডিও রাহুল বিশ্বাস ও ওসি নিলু মণ্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই বিশেষ উদ্যোগ প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার মানব সিংলা জানান যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করাও পুলিশের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সব মিলিয়ে, পুলিশের এই আন্তরিক ও মানবিক উদ্যোগ কালীপুজোর উৎসবে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ফুলতলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সাংসদ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা মোড়ে গত সোমবার ভোররাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একাধিক দোকান ভস্মীভূত হয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। জীবিকার সম্বল হারিয়ে কার্যত দিশেহারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়েই বাইরে থাকা জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার বার্তা দেন। তাঁর



নির্দেশে একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দোকানদারদের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানান এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এলাকা ফিরে সাংসদ নিজে ব্যবসায়ীদের সাথে দেখা করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন বলে জানানো হয়েছে। চরম বিপদে সাংসদের এই পদক্ষেপে কিছুটা আশার আলো দেখছেন সর্বস্ব হারানো ব্যবসায়ীরা।

জঙ্গলমহলে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল প্রাচীন কৃষিভিত্তিক লোকউৎসব 'পৈড়ান'

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ কালীপূজার পরের দিন কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গলমহল তথা সুবর্ণরেখিক অববাহিকায় ঐতিহ্যবাহী লোকউৎসব 'পৈড়ান' অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই প্রাচীন উৎসবটি বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে, যা টিকিয়ে রাখতে উদ্যোগী হয়েছেন স্থানীয় যুবসমাজ ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা। অতীতে সম্পন্ন কৃষক পরিবারগুলিতে এই উৎসবের বিশেষ চল ছিল।

পাটের বিনুনি বা লতা মাটির নিচে পুঁতে তা শাল বল্লি বা বাঁশের সাহায্যে তোলার এক রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতা হতো, যার সঙ্গে বাজত মাদল, ঢাক ও ঢোলের মতো আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র। বিজয়ী দল বা যুবকদের জন্য খাসির মতো বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পুরস্কার হিসেবে রাখা হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের জৌলুস কিছুটা কমলেও গোপীবল্লভপুর-২ নং ব্লকের জুনশোলা এবং নয়াগ্রামের ছোট



কালীপূজার পরের দিন কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গলমহল তথা সুবর্ণরেখিক অববাহিকায় ঐতিহ্যবাহী লোকউৎসব 'পৈড়ান' অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই প্রাচীন উৎসবটি বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে, যা টিকিয়ে রাখতে উদ্যোগী হয়েছেন স্থানীয় যুবসমাজ ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা। অতীতে সম্পন্ন কৃষক পরিবারগুলিতে এই উৎসবের বিশেষ চল ছিল।

ঝরিয়া সহ বেশ কিছু এলাকায়। এখনও স্থানীয় গ্রামবাসীর সহযোগিতায় এই ঐতিহ্য ধরে রাখা হয়েছে। লোকসংস্কৃতি গবেষকদের মতে, বাংলার এই অমূল্য গ্রামীণ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে তরুণ প্রজন্ম ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-11-2026 00:12 Page 7

‘আমি কেন গেলাম না?’, প্রিয়াঙ্কার মুখে রাজীবের মৃত্যুসংবাদ শুনে আর্তনাদ করে ওঠেন সোনিয়া

মঙ্গলবারই প্রকাশিত হয়েছে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা ‘বিলঙ্গিং আ জার্নি অফ লাভ’। তারপর থেকেই চর্চায় বইয়ের বিভিন্ন অংশ। যার মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর অধ্যায় বোধহয় স্বামী রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ। ১৯৯১ সালের ২১ মে ৪৬ বছরের রাজীব আচমকাই প্রয়াত হন। সেই ঘটনায় গোটা দেশ রাতারাতি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাজীবের স্ত্রী ও মেয়ের কী প্রতিক্রিয়া ছিল? সেটাই তুলে ধরেছেন সোনিয়া। সেই সময় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা একজন কিশোরী। সোনিয়ার স্মৃতিতে স্পষ্ট সেই রাতে তাঁর উনিশ বছরের কন্যা প্রস্তুত হচ্ছিলেন বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়ার জন্য। আর নিজের ঘরে শুয়ে বই পড়ছিলেন। টানা রাজীবের সঙ্গে ভোটপ্রচারে যাওয়ার কারণে ক্লান্তও ছিলেন খুবই। আচমকাই শুনতে পান করিডরে কারও দৌড়নোর শব্দ। তার আগে মেয়ের ঘরে চলতে থাকা মিউজিক সিস্টেমও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপরই ওই দৌড়ের শব্দে কিছুটা অস্বস্তিই হয়েছিল সোনিয়ার। তিনি লিখেছেন, ‘দরজা খুলে ও ধীরে ধীরে প্রবেশ করল ঘরে। যেন নিজেকে শান্ত করছে বলে মনে হল। আমার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে জোর করে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছিল। মুখ যেন



বিবর্ণ। চোখটা এমন অন্ধকার, যেমনটা আমি আগে কখনও দেখি নি। ও আমাকে বলল, একটা ফোন পাওয়ার কথা। জানিয়েছিল একটা বিস্ফোরণের খবর পেয়েছে। বলেছিল, পাপার চারপাশে থাকা বারো জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ওঁর কিছু হয়নি। এটা সম্ভবই নয়। নিশ্চয়ই ওঁরও চোট লেগেছে। উনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মা, চলো আমরা এখনই মাদ্রাজ যাই। তৈরি হয়ে নাও।’ সেই সময় ব্যাপারটা ঘোর আশঙ্কার থাকলেও আসল কথাটা তখনও জানতে পারেননি তাঁরা। পরে অবশ্য প্রিয়াঙ্কা খবরটা জানতে পেরে ফিরে আসেন সোনিয়ার কাছে। তিনি লিখেছেন- ‘ও আমার আলো-আঁধারি ঘরে প্রবেশ করতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওর অভিব্যক্তির আড়ালে কী রয়েছে। আমাকে এসে বলল, পাপা আর নেই। আমি কাঁপতে কাঁপতে মেয়ের বুকে আশ্রয় নিলাম। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলাম, কেন আমি তোর বাবার সঙ্গে গেলাম না।’ পরে সোনিয়াকে রাজীবের সচিবও জানিয়ে দিয়েছিলেন, খবরটা সত্যি। প্রসঙ্গত, ১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট রাজীব গান্ধীর জন্ম। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালে এলটিটিই-র আত্মঘাতী বোমায় যখন তিনি প্রাণ হারান তখন রাহুল মাত্র ২০। সেই সময় দুই পুত্রকন্যাকে নিয়ে শুরু হয় সোনিয়া গান্ধীর জীবনসংগ্রাম। সেই লড়াইয়ের কথাও তাঁর স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে।

স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিয়ে পরকীয়ার অভিযোগ মানসিক নিষ্ঠুরতা - ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট

রাঁচিঃ অন্য পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর নিছক কথা বলাকে ঘিরে পরকীয়ার অভিযোগ লিঙ্গভিত্তিক গতানুগতিক ধারণা থেকে জন্ম নেয় এবং তা নিষ্ঠুরতার শামিল, এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। নিষ্ঠুরতা ও পরিত্যাগের অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন স্বামী, এই যুক্তিতে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করেছিল পারিবারিক আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি এম এস সোনাক ও বিচারপতি মনোজ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, হিন্দু বিবাহ আইনে নিষ্ঠুরতা শারীরিক বা মানসিক, দুই-ই হতে পারে, তবে তা এমন প্রকৃতির হতে হবে যাতে দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক ফেরানোর কোনও সম্ভাবনা না থাকে। আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, স্বামীর অভিযোগ শুরু হয়েছে এই দাবি দিয়ে যে তাঁর স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল, যার মধ্যে এমন বক্তব্যও রয়েছে যে স্ত্রী স্বামীর নিজের মোবাইল ফোনেই কোনও অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা বলতেন। আমাদের সুবিবেচিত মতে, এই



ধরনের অভিযোগ লিঙ্গভিত্তিক গতানুগতিক ধারণার বিশিষ্ট উদাহরণ, যেখানে কোনও নারী পুরুষের সঙ্গে কথা বললে, সে বন্ধু হলেও, ব্যভিচার বা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ তোলা হয়। তাই আমরা সুবিবেচনায় মনে করি, এমন অভিযোগ স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতার শামিল। বোকারোর বেরমো পারিবারিক আদালত ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বরের রায়ে হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-র ১৩(১)(আই-এ) ধারায় স্বামীর করা বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করেছিল। তারই বিরুদ্ধে আপিলের শুনানিতে এই পর্যবেক্ষণ। মামলার বিবরণ অনুযায়ী, দম্পতির বিয়ে হয় ২০০৫ সালের ৩০ এপ্রিল, তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। স্বামীর অভিযোগ, স্ত্রী তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন এবং তাঁর ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে বারবার বিবাদে জড়াতেন। সেই কারণেই তিনি বিবাহবিচ্ছেদ চান। স্বামী আরও অভিযোগ করেন, স্ত্রী ২০১৫ সালের ১৫ এপ্রিল শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যান। অন্য দিকে স্ত্রী স্বামীর সব অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনিই হেনস্তা ও পণের দাবির শিকার হয়েছেন। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, স্বামীর এক মহিলা সহকর্মীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

মনমোহনকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চান প্রণব!

আত্মকথায় বিস্ফোরক সোনিয়া

নয়াদিল্লিঃ সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী ‘বিলঙ্গিং আ জার্নি অফ লাভ’ প্রকাশের আগে থেকেই একের পর এক বিস্ফোরক সব তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। অবশেষে মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেত্রীর বহু প্রতীক্ষিত বইটি। আর তার মধ্যেই সামনে এসেছে আরেক বিতর্কিত দাবি। সোনিয়া দাবি করেছেন, ২০১০ সালে তাঁর কাছে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিলেন প্রণব। সরাসরি না বললেও তাঁর ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। ঠিক কী বলেছিলেন প্রণব? তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের সঙ্গে প্রণবের মতপার্থক্য ছিল, একথা জানিয়ে সোনিয়া লিখেছেন- ‘২০১০ সালে সেই ব্যাপারে আমার কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি (প্রণব)। মনে পড়ছে, এরপরই তিনি আমাকে চমকে দেন একটি পরামর্শ দিয়ে। দাবি করেন, শীর্ষ পদে পরিবর্তন দরকার। আমি বুঝতে পেরেছিলাম উনি ইঙ্গিতে আমাকে ওঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনার কথা বলতে চাইছেন। আমি আস্তে আস্তে বিষয়টা পালটে দিয়েছিলাম। উনি হয়তো তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে কখনও বুঝতে দেননি।’এর দু’বছর পর, ২০১২ সালেই প্রণবকে কংগ্রেসের তরফে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তিনি নির্বাচিত দেশের সর্বোচ্চ পদে। এরপরও তাঁর সঙ্গে প্রণবের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, সেকথা জানিয়ে সোনিয়া লিখেছেন- ‘আমি প্রায়ই



তাঁর কাছে যেতাম, সেই বিদ্বান ও জ্ঞানী রাজনীতিকের কাছে। ওঁর সঙ্গে আলাপচারিতা করার জন্য; উনি তখনও একই রকম ছিলেন।’ ২০০৪ থেকে ২০১৪- এই দশ বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। এই এক দশক বিরোধীরা লাগাতার অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছিল, মনমোহনকে আসলে চালনা করছেন সোনিয়া। তিনিই প্রকৃতপক্ষে মসনদে ছিলেন ওই সময়। এই দীর্ঘকালীন অভিযোগের বিরুদ্ধে এবার মুখ খুলেছেন সোনিয়া। তাঁর মতে, এর মধ্যে কিছু গুঞ্জন আবার প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের লোকজনই ছড়িয়েছিলেন! তিনি জানিয়েছেন, যে অভিযোগটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করেছিল তা হল সরকারের বাইরে থাকা সত্ত্বেও সরকারি নথিপত্র খতিয়ে দেখার অভিযোগ। তিনি লিখেছেন- ‘আমি সবসময়ই নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে সতর্ক ছিলাম। আর ওই সময়ে তো আরও বেশি করে ছিলাম।দ সেই সঙ্গেই এও লিখেছেন- ‘এক দশক পর তাঁরই এক প্রাক্তন সহযোগীর লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়। যেখানে বিরোধীদের ছড়ানো সেই সব বিদ্বেষপূর্ণ ও সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগগুলোকেই পুনরায় তুলে ধরা হয়। যেমন, আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নথিপত্র চেয়ে পাঠাতাম, প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতাম এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা থাকত।’ তিনি স্পষ্ট সব অভিযোগ নস্যাৎ করে জানিয়েছেন ইউপিএ সরকারে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তিনি হয়তো মতামত বা পরামর্শ দিতে পারতেন কিংবা ভিন্নমত পোষণ করতে পারতেন। তবে মনমোহন সিংয়ের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখানো ছিল তাঁর দায়িত্ব। তিনি ইউপিএ সরকারের ‘নেপথ্য চালিকাশক্তি’ ছিলেন, এই দাবিকে পরিষ্কার উড়িয়ে দিয়েছেন সোনিয়া।

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫০ শহরের ৪৯টিই ভারতের!

দিওয়ালিতে লাগামছাড়া আতশবাজি পোড়ানোর পর দিল্লি, কলকাতা-সহ দেশের বহু শহরের দূষণের ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ্যে এসেছিল। এবারে জানা গেল, পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত ৫০টি শহরের মধ্যে ৪৯টিই ভারতের। শহরগুলির সাম্প্রতিক ‘খুব খারাপ’ (৩০১-৪০০) ও ‘বিপজ্জনক’ (৪০১-৫০০) এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বা দূষণের মাত্রা একথাই বলছে। ভারতের কোন কোন শহর রয়েছে এই তালিকায়? সবচেয়ে দূষিত শহর কোনটি?

মঙ্গলবার সকালের তথ্য বলছে, পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত শহর হল রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর। এদিন সকাল ৯টা বেজে ৫৪ মিনিটে সেখানে একিউআই ছিল ৮২১। তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডা (৬২৯) এবং হরিয়ানার সির্সা (৫৪৪)। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে হিসার (৫১৬) ও ফরিদকোট (৫০৬)। এই পাঁচটি ছাড়াও উত্তর ভারতের অধিকাংশ শহর ধূলিকণার ঘন আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের শহরগুলিতে দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গড়ে এই শহরগুলির একিউআই ৪০০-র ঘরে। দিল্লির পরিস্থিতি খারাপের মধ্যে ভালো। একিআই ৩৯৩। দূষিততম শহরের তালিকায় ২৪তম স্থানে। একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, দূষণের গ্রাসে কেবল দিল্লি ও তার প্রতিবেশী শহরগুলি নয়, রাজধানীর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত লুধিয়ানা, পাটিয়ালা, বুদৌন, জৌনপুর এবং গোরক্ষপুরের মতো শহরগুলিও বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫০টি শহরের তালিকায় ঢুকে পড়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে ভারতের দূষণ সমস্যা কতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কেবল দিল্লির উপর মনোযোগ দিলে হবে না, যেহেতু সমগ্র উত্তর ভারতই দূষণসংকটে। উল্লেখ্য, বিশ্বের দূষিত শহরগুলির তালিকায় ভারতের বাইরে কেবল পাকিস্তানের লাহোর ঠাঁই পেয়েছে।

একিউআই ৪৩০। স্থান চোদ্দতম।বিস্ফোরণের জেরে গোটা কারখানায় আগুন ধরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। একে একে সেখানে আসে মেডিক্যাল টিম ও উদ্ধারকারী দল। এদিকে, কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপেই এর্দোগান।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-11-2026 00:12 Page 8

বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল তৃতীয় ওয়ানডে, সিরিজে ২-০ এগিয়ে ভারত

ক্রীড়া প্রতিবেদকঃ হ্যামিল্টনের আকাশ শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে চাইল না। মঙ্গলবার ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওয়ানডে একটিও বল না গড়িয়েই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হল। ফলে সিরিজে ২-০ ব্যবধানের লিড ধরে রাখল ভারত। আর ঘরের মাঠে টানা ১১টি দ্বিপাক্ষিক ওয়ানডে সিরিজ জেতার নজির থেমে গেল নিউজিল্যান্ডের। পুরুষদের দ্বিপাক্ষিক ওয়ানডেতে এটিই দ্বিতীয় দীর্ঘতম জয়ের ধারা ছিল। ম্যাচের আগের দিন বিকেল থেকেই হ্যামিল্টনে বৃষ্টি শুরু হয়। মাঝে মাঝে ধরলেও তা পুরোপুরি থামেনি।

মাঠের নিকাশি ব্যবস্থা এতটাই ভাল যে বৃষ্টির ফাঁকে সামান্য বিরতি পেতেই মাঠকর্মীরা দ্রুত পিচ খেলার উপযোগী করে তোলেন। সেই ফাঁকেই টস হয়। এ বারও টস জিতলেন ভারত অধিনায়ক। সফরে আট বারের মধ্যে সাত বার টসে জিতল ভারত। ৪০ ওভারের ম্যাচের আশায় প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। কিন্তু টস-পরবর্তী সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার আগেই ফের ঝমঝমিয়ে নামে বৃষ্টি। কভার সরানোর মতো সময় আর মেলেনি।



দীর্ঘ অপেক্ষার পর ম্যাচ বাতিল ঘোষণা হয়। এ বছর সূচি এতটাই ঠাসা যে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া মরসুম ঠেসে দেওয়া হয়েছে বসন্তে, যাতে ভারত সফর শেষ করে তারা অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারে। তার উপর এ বারের বসন্ত অন্য বারের চেয়েও বেশি বৃষ্টিভেজা। গত এক সপ্তাহে দু'টি ম্যাচ ছোট করে হলেও শেষ করা গিয়েছিল, সেটাই ভাগ্যের জোর। তবে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভাল। শুক্র ও রবিবার মাউন্ট মনগানুইয়ে খেলা হবে। সেখানে পুরো ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে সিরিজ বাঁচাতে হলে দু'টিই জিততে হবে নিউজিল্যান্ডকে। বড়জোর ড্র করার আশা রয়েছে তাদের। এই ম্যাচ ছিল টেস্ট অধিনায়ক শুভমন গিলের শেষ ওয়ানডে। এ বার তিনি লাল বলের নেটে কড়া অনুশীলনে ঢুকে পড়বেন, কারণ ওয়ানডে সিরিজের পরেই দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।

গিলের অনুপস্থিতিতে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আয়ার। নিউজিল্যান্ডও টেস্টের প্রস্তুতির জন্য ম্যাট হেনরিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিল। কিন্তু সিরিজের ঠিক আগে ডেভন কনওয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পেয়েছিলেন হেনরি। তাই তাঁকে আরও কিছু দিন জাতীয় দলের মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে।

ভারতের ওয়ানডে মিডল অর্ডারে স্থির ভরসার নাম কেএল রাহুল

ওয়েলিংটনঃ শনিবার ভারতের রান তাড়ার শুরুতেই শুভমন গিল, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা ফিরে গিয়েছিলেন, স্কোর ছিল ৪৭/৪। রাহুল নামেন সেই সময়ে। এক ওভারে ম্যাচ বার করে আনার চেষ্টা করেননি। আলগা বল পেলে বাউন্ডারি আদায় করেছেন, চোখের সামনে শ্রেয়স আয়ার, নমন ধীর ও অংশুল কম্বোজ ফিরে গিয়েছেন, বৃষ্টিতে খেলা থামার সময় তিনি ৩৮ বলে ২৬ রানে অপরাজিত। ডিএলএস পদ্ধতিতে ভারত জেতে চার রানে। রোহিত ও কোহলিকে ঘিরে আলোচনার ভিড়ে নিঃশব্দে চার থেকে সাত নম্বরের মধ্যে ব্যাট করে মিডল অর্ডারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাহুল। ওই ইনিংস শিরোনামে আসার মতো নয়। তাঁর খেলায় ৩৬০ ডিগ্রি শট বা হাইলাইটে ওঠার মতো স্ট্রোকের বাহুল্য নেই। কিন্তু বিপদের মুখে নেমে চাপ সামলে ইনিংস গড়ে হারানো সময় পুষিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ভারতের কাছে সমান জরুরি। উইকেট পড়লেও শান্ত থাকা তাঁর ব্যাটিংয়ের পুরনো বৈশিষ্ট্য, নজির বহু দিনের। তিন বছর আগে চেন্নাইয়ে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত ২/৩ হয়ে গিয়েছিল। কঠিন সময় কাটিয়ে স্ট্রাইক ঘুরিয়ে কোহলির সঙ্গে ১৬৫ রানের জুটি গড়েন রাহুল। চাপ কমতেই বাউন্ডারি আসতে থাকে, ৯৭ রানে অপরাজিত থেকে ছ'উইকেটে জয় এনে দেন। সে বছরেরই গোড়ায় মুম্বইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৯ রান তাড়ায় ভারত ১৬/৩, পরে ৩৯/৪ হয়ে যায়। হার্দিক পাণ্ড্যের সঙ্গে ইনিংস সামলে, পাণ্ড্য আউট হওয়ার পর রবীন্দ্র জাডেজার সঙ্গে সাবধানে



শুরু করে পরে খুলে খেলেন তিনি। ৯১ বলে ৭৫ রানে অপরাজিত থেকে পাঁচ উইকেটে জয় নিশ্চিত করেন। শুধু রান তাড়ায় নয়, আগে ব্যাট করার সময়েও একই ছবি। ২০২০ সালে মাউন্ট মনগানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬২/৩ অবস্থায় শ্রেয়সের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ১০০ রান যোগ করেন। শ্রেয়স ফিরলে মণীশ পাণ্ডের সঙ্গে আরও ১০৭ রানের জুটি গড়ে ১১২ রান করেন, ভারত তোলে ২৯৬। এর পিছনে একটি পদ্ধতি আছে। হাঁকিয়ে বিপদ থেকে বেরোনোর চেষ্টা নয়, আগে ধস রোখা, জুটি গড়া, ইনিংস লাইনে ফেরানো, তার পর রানের গতি বাড়ানো। প্রথম প্রবৃত্তি ইনিংসে স্থিতি আনা হলেও প্রতিটি পরিস্থিতির দাবি আলাদা, সেটাও তিনি বোঝেন। ওয়েলিংটনে উইকেটে টিকে থাকাটাই ছিল অগ্রাধিকার, বাকি তিন ইনিংসে স্থিতি আসার পর তিনি গিয়ার বদলেছেন। ভিন্ন ভূমিকায় মানিয়ে নেওয়াও তাঁর বড় শক্তি। লাল বলের ক্রিকেটে ওপেন করেছেন, ওয়ানডেতে খেলেছেন পাঁচ ও ছ'নম্বরে। হ্যামিল্টনে তৃতীয় ওয়ানডের আগে সোমবার ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটক এই নমনীয়তার কথাই তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, রাহুল লাল বলে ওপেন করতে পারেন, ওয়ানডেতে মিডল অর্ডারে খেলতে পারেন, প্রয়োজনে পাঁচে নামেন, ছয়েও সমান ভাল, দলের চাহিদা মতো খেলেন। কোটক জানান, তিনি দলে যোগ দেওয়ার পর রাহুল ব্যাট করেছেন অথচ অবদান রাখেননি, এমন ম্যাচ তাঁর মনে পড়ে না, চাপের মুখেও কখনও তাঁকে চাপে দেখে ননি, সব সময় স্থির। এমন অভিজ্ঞতা ও মানসিক দৃঢ়তার কেউ দলে থাকা দারুণ বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাহুলের পরিধির কথাও বলেন কোটক, স্ট্রাইক ঘোরাতে পারেন, প্রয়োজনে বাউন্ডারি মারেন, অনায়াসে কয়েকটি ছক্কাও হাঁকাতে পারেন।

পরিসংখ্যানও তাঁর পক্ষে। চার থেকে সাত নম্বরে ৭৭ ম্যাচে তাঁর রান ২৫৭৮, গড় ৫৭.২৮, শতরান ছ'টি, অর্ধশতরান ১৪টি।

২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে পাঁচ ও ছ'নম্বরে ৩৯ ইনিংসে ১৪৬১ রান, গড় ৬৩.৫২, স্ট্রাইক রেট ৯৮.৯৮, তিনটি শতরান ও ছ'টি অর্ধশতরান। ২০২৫ সালের শুরু থেকে ২১ ইনিংসে ৭১৯ রান, গড় ৬৫.৩৬, স্ট্রাইক রেট ১১৫.৯৬, দু'টি শতরান ও দু'টি অর্ধশতরান।

আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সীমিত করল ক্রিকেট স্কটল্যান্ড

এডিনবরা ঃ তালিবান সরকারের নারী ও কিশোরীদের প্রতি অসাম্য আচরণের কারণে আইসিসি-র আসর ছাড়া আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও ম্যাচ আয়োজন করবে না ক্রিকেট স্কটল্যান্ড। সোমবার বোর্ড জানিয়েছে, আইসিসি বাধ্যতামূলক করলে তবেই, যেমন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে, তারা আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে। নিজেদের উদ্যোগে কোনও ক্রিকেট আয়োজন করবে না, যতক্ষণ না আফগান নারী ক্রিকেট এবং বৃহত্তর মানবাধিকারের পরিস্থিতিতে বস্তুগত পরিবর্তন আসছে।

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক ম্যাচে দু'দল মুখোমুখি হয়নি। তবে ২০২৪ ও ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দু'বারই তাদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচ হয়েছিল। এই গ্রীষ্মে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করে স্কটিশ বোর্ড। আয়ারল্যান্ড সফরের আগে স্কটল্যান্ডে প্রশিক্ষণের সুবিধা চেয়েছিল আফগানরা। শেষ মুহূর্তের অনুরোধ এবং উপযুক্ত মাঠ না থাকায় তা নাকচ হয়। পাশাপাশি, প্রস্তাবিত আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগ (এপিএল) টি-টোয়েন্টিতে স্কটিশ ক্রিকেটারদের পাওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে এসিবি-র আর্জিও পর্যালোচনার অন্যতম কারণ। গত সপ্তাহের এপিএল ড্রাফটে



স্কটল্যান্ডের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ওপেনার জর্জ মুনসে, যিনি বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেন। বোর্ড জানিয়েছে, আইসিসি-র অনুমোদন মিললে তাঁকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেওয়া হবে। ক্রিকেইনফো জেনেছে, সোমবারই বোর্ডের নতুন নীতির কথা চুক্তিবদ্ধ সব পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তির শর্ত তারা মেনে চলবে। এনওসি দেওয়া হলে কোনও ক্রিকেটারের অংশগ্রহণকে বর্তমান আফগান শাসক গোষ্ঠী বা তাদের নীতির প্রতি ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের সমর্থন হিসেবে দেখা চলবে না। স্কটল্যান্ডের এই অবস্থান ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) আগে নেওয়া অবস্থানেরই অনুরূপ। নারী ও কিশোরীদের জন্য পৃথক জাতীয় দল ও উন্নয়ন কাঠামোর অর্থায়নের শর্ত পূরণ না করেও ২০১৭ সালে পূর্ণ সদস্যপদ পেয়েছিল আফগানিস্তান। ২০২১ সালে তালিবান ফের ক্ষমতায় আসার পর দেশটিতে নারী ও কিশোরীদের পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্য ভাবে খারাপ হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকে একে 'জেন্ডার অ্যাপারথেইড' বলে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রীষ্মে মূলত অস্ট্রেলিয়া-ভিত্তিক 'আফগানিস্তান রেফিউজি উইমেন'স একাদশ' মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় ইংল্যান্ড সফর করেছে।

এ বছরের গোড়ায় আইসিসি একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে ওই দল আইসিসি-র আসরে খেলার সুযোগ পেতে পারে।

মহিলাদের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা হকি ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লিঃ ভোপালে আসন্ন মধ্যপ্রদেশ মহিলা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৬-এর জন্য মঙ্গলবার ভারতীয় দল ঘোষণা করেছে হকি ইন্ডিয়া। ১৯ থেকে ২৮ নভেম্বর ভোপালের নাথু বারখেড়ার নবনির্মিত আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্সে হবে প্রতিযোগিতা। দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিডফিল্ডার সালিমা টেটে। গত মাসে জাপানে এশিয়ান গেমসে ঐতিহাসিক সোনা জেতার পর এটিই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। ভারত খেলতে নামছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। ২০১৬, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে খেতাব জিতে তারা তিন বারের জয়ী। এ বার হ্যাটট্রিক খেতাবের লক্ষ্যে এশিয়ান গেমসের সাফল্যের আত্মবিশ্বাসকেই কাজে লাগাতে চায় দল। ছ'দলের এই প্রতিযোগিতায় ভারত ছাড়া খেলছে চিন, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া। ভারতের মতো দক্ষিণ কোরিয়াও তিন বার এই ট্রফি জিতেছে। রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে প্রত্যেক দল বাকি পাঁচ দলের সঙ্গে এক বার করে খেলবে। লিগ পর্বের শেষে শীর্ষ চার দল যাবে সেমিফাইনালে। প্রধান কোচ ইয়োর্ড মারিনে বলেছেন, এটাই সেই সময়, যখন আমি অন্য ক্রীড়াবিদদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ দিতে চাই। কয়েক জন খেলোয়াড় স্বাভাবিক জায়গা থেকে আলাদা পজিশনে খেলবেন, যাতে ভিন্ন ভূমিকায় তাঁদের পারফরম্যান্স দেখতে পারি। ঘরের দর্শকদের সামনে খেলার জন্য আমরা উত্তেজিত, বছরটা ভাল ভাবে শেষ করতে চাই। উদ্বোধনী দিনে এশিয়ার শীর্ষ র্যা ঙ্কের দল চিন খেলবে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে, সেটিই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সে দিনই মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে ভারত। তার পর ২১ নভেম্বর দক্ষিণ কোরিয়া, ২২ নভেম্বর থাইল্যান্ড, ২৪ নভেম্বর চিন এবং ২৫ নভেম্বর জাপানের মুখোমুখি হবে তারা। সেমিফাইনাল ২৭ নভেম্বর, পদকের ম্যাচ ২৮ নভেম্বর। হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে বলেছেন, মধ্যপ্রদেশ মহিলা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ভোপাল ২০২৬ আমাদের দলের কাছে এশিয়ান গেমসের ঐতিহাসিক সাফল্যের গতি ধরে রাখার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। ঘরের সমর্থকদের সামনে খেলা বড় অনুপ্রেরণা হবে। আমি নিশ্চিত, মেয়েরা দারুণ পারফর্ম করে দেশকে গর্বিত করবে।

দলের সাফল্য কামনা করেছেন হকি ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল ভোলানাথ সিংহও।

তিনি বলেছেন, এশিয়ার সেরা কয়েকটি হকি দলকে মধ্যপ্রদেশ আতিথ্য দিতে চলেছে বলে আমরা খুশি। আমাদের মহিলা দলের বছরটা অসাধারণ গিয়েছে, যার শীর্ষে এশিয়ান গেমসের সোনা। এই টুর্নামেন্ট আবার নিজেদের মান দেখানোর সুযোগ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।